بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ও সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়্যা যামেরী'র বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ জানুয়ারী, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ যেসব সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ হবে এর মাঝে একটি হলো, উসায়ের বিন রিজামের দিকে প্রেরিত সেনাভিযান **সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা**, যা ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে পরিচালিত হয়েছিল।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন আবু রা'ফে সালাম বিন আবিল হাকিককে হত্যা করা হয় তখন ইহুদীরা উসায়ের বিন যিরামকে নেতা মনোনীত করে। সে ইহুদীদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয় যে, 'আমি সেই কাজ করব যা আমার সাথীদের মধ্যে কেউই করেনি। আমি গাতফান গোত্রের দিকে যাচ্ছি এবং তাদের একত্রিত করছি, এরপর আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর দিকে যাব এবং তার ঘরে প্রবেশ করব। যখন কেউ তার শত্রুর ঘরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়, তখন সে এক অর্থে তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েই যায়।' অতএব, সে গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের দিকে রওনা হল এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাদের একত্রিত করতে লাগল।

এর বিস্তারিত বিবরণে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন যে, যখন মহানবী (সা.) এই পরিস্থিতির খবর পেলেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এক আনসারী সাহাবি আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে তিনজন অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে খাইবারের দিকে পাঠালেন। এভাবে, আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা গোপনে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং নিশ্চিত করে যে এই সব তথ্য সত্য, তারপর ফিরে এলেন। সেই দিনগুলিতে এক অমুসলিম ব্যক্তি, খারিজা বিন হুসাইল, খাইবারের দিক থেকে

Scanned with OKEN Scanner

মদীনায় এলেন এবং তিনিও আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করলেন।

এই নিশ্চিতকরণের পর, মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর নেতৃত্বে ত্রিশজন সাহাবির একটি দল খাইবারের দিকে পাঠালেন। খাইবারে আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং উসাইর বিন রিজামের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে মহানবী (সা.) এর উদ্দেশ্য ছিল উসাইরকে মদীনায় ডেকে এনে তার সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করা, যাতে এই ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, যদি উসাইরকে খাইবার অঞ্চলের নেতা বানাতেও হয়, তবে সেটিতেও তিনি রাজি ছিলেন। উসাইর, যে অত্যন্ত লোভী ছিল, হয়তো তার মনে অন্য কোনো ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল, তবে সে এই প্রস্তাব পছন্দ করেছে বলে প্রকাশ করল, কিংবা অন্তত এমনটাই দেখাল। ফলে উসাইর, আবদুল্লাহ বিন রওয়াহার (রা.) দলের সঙ্গে মদীনায় যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেল এবং সে নিজেও ত্রিশজন ইহুদিকে সঙ্গে নিল। যখন এই দুটি দল খাইবার থেকে রওনা হয়ে **'কুরকারা'** নামক এক স্থানে পৌঁছাল, যা খাইবার থেকে ছয় মাইল দূরে ছিল, তখন উসাইরের মনোভাব বদলে গেল। অথবা, যদি তার মনের অভিসন্ধি আগেই খারাপ ছিল, তবে বলা যায় যে তার প্রকাশের সময় এসে গিয়েছিল। ফলে, পথেই মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে তরবারির লড়াই শুরু হয়ে গেল। যদিও উভয় দল সংখ্যায় সমান ছিল এবং ইহুদিরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মুসলমানরা একেবারেই এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু আল্লাহ্‌র কৃপায় এমন হলো যে, কিছু মুসলমান আহত হলেও, তাদের মধ্যে কেউ শহীদ হননি। কিন্তু অপরদিকে, সমস্ত ইহুদিরা তাদের বিদ্রোহের প্রতিফল ভোগ করে ধুলার সঙ্গে মিশে গেল।

যখন সাহাবিদের এই দল মদীনায় ফিরে এল এবং মহানবী (সা.) এই ঘটনার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি মুসলমানদের নিরাপদে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, "শুকরিয়া আদায় করো, খোদা তা'লা তোমাদেরকে অত্যাচারী জাতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।"

এই ঘটনার বিষয়ে কিছু খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ আপত্তি করেছেন যে, 'যেভাবে আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-এর দল উসাইর ইত্যাদিকে খাইবার থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল, তা থেকেই বোঝা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ পেলেই পথেই তাদের হত্যা করা।' কিন্তু, যেমনটা ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে মুসলমানরা এই নিয়তে সেখানে গিয়েছিলেন। বরং, যদি অন্য সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করা হয়, তাহলেও শুধুমাত্র **আবদুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)**-এর এই কথা- "হে খোদার শত্রুদল! তোমরা কি আমাদের সাথে প্রতারণা করতে চাইছ?" এবং মহানবী (সা.) এর এই বক্তব্য- "কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, খোদা তা'লা তোমাদেরকে অত্যাচারী জাতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" - এগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যে মুসলমানদের নিয়ত একদম স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ ছিল।

পরবর্তী সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়্যা যামেরী**। এটি আবু সুফিয়ান-এর দিকে পাঠানো হয়েছিল। ইবনে হিশাম, ইবনে কাসির এবং তাবারি ইত্যাদি ইতিহাসবিদগণ এই সারিয়্যাকে চার হিজরিতে **'রজি'** নামক ঘটনার পর উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে সাদ ও জারকানি এই সারিয়্যাকে ছয় হিজরির সারিয়্যা (সামরিক অভিযান)-এর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-ও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিরাত খাতামান্নবীঈন'-এ এই সারিয়্যাকে ছয় হিজরির ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই সারিয়্যা (সামরিক অভিযানের) বিবরণ এভাবে রয়েছে যে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কিছু লোককে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ নেই যে মুহাম্মাদ (সা.)-কে চক্রান্ত করে হত্যা করতে পারে, যখন

Scanned with OKEN Scanner

তিনি বাজারে চলাফেরা করেন?' তখন, এক মরুবাসী আবু সুফিয়ানের কাছে এল এবং বলল, 'যদি তুমি আমার সহায়তা করো, তাহলে আমি তাঁর (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে যাব, এমনকি আমি তাঁর ওপর হামলা করব। আমার কাছে একটি বিশেষ অস্ত্র আছে, যা শকুনের পাখার মতো। এর মাধ্যমে আমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাব। এরপর আমি কোনো কাফেলার মধ্যে লুকিয়ে পড়ব এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যাব, কারণ আমি পথচলার কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ।' এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান তাকে একটি উট ও যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে দিল। সে রাতে রওনা দিল এবং মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর সন্ধান করতে লাগল। একপর্যায়ে তাকে মহানবী (সা.)-এর অবস্থান সম্পর্কে জানানো হলো। সে তার বাহনটি বেঁধে রাখল এবং মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে গেল, যিনি তখন বনু আব্দাল আশআলের মসজিদে অবস্থান করছিলেন।

যখন নবী কারীম (সা.) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য প্রতারণা করা, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং তার উদ্দেশ্যের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবেন।" অতএব, যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছিল, তখন উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) তাকে পাশ থেকে ধরে ফেলেন এবং ধস্তাধস্তির সময় তার হাত থেকে খঞ্জর পড়ে যায় আর সে বলতে থাকে, আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দাও। হযরত উসায়েদ (রা.) তাকে গর্দন থেকে ধরলেন, পরে ছেড়ে দিলেন। এরপর মহানবী (সা.) তাকে বললেন, "আমাকে সঠিকভাবে বলো, তুমি কে?" সে বলল, 'আমি আশ্রয় চাইছি।' রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' তারপর সে তার কাজ এবং আবু সুফিয়ান তাকে যা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেছিল, তা প্রকাশ করল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর (সা.) মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করে মক্কায় ফেরত চলে গেল।

মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের দুষ্কৃতির বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে দু'জন সাহাবী **আমর বিন উমাইয়্যা** এবং **সালামা বিন আসলাম (রা.)**-কে মক্কায় প্রেরণ করেন, যেন তারা মক্কাবাসীকে আবু সুফিয়ানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। এছাড়া যদি তারা সুযোগ পায় তাহলে যেন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করেন, কেননা সে বারবার মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। নির্দেশ অনুসারে তারা মক্কায় পৌঁছে রাতের বেলা কাবাগৃহ তওয়াফ করেন। এরপর আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে মক্কার এক লোক তাদেরকে দেখে ফেলে এবং লোকদের মাঝে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রথমে তারা উভয়ে এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন সকালে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে আসতে দেখে আমর বিন উমাইয়্যা নিজের খঞ্জর দিয়ে সেই ব্যক্তির বুকে আঘাত করেন যার ফলে চিৎকার করতে করতে সে সেখানেই মারা যায়। এভাবে তারা প্রাণে বেঁচে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফেরার সময় পথিমধ্যে তারা কুরাইশের দুজন গুপ্তচরকে দেখে ফেলেন, তারাও হয়ত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল। তারা প্রথমে ঐ দুজনকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ না করে আমর বিন উমাইয়্যা ও তার সাথীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের একজন মারা যায় এবং আরেকজন বন্দি হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, পাকিস্তানের জন্য দোয়ার কথা প্রতিনিয়ত বলে আসছি। কখনো কখনো সেখানে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনা উগ্রপন্থী মৌলভীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি তারা রাস্তা নির্মাণের নামে আমাদের মসজিদ ভাংচুর করেছে। প্রথমে তারা

Scanned with OKEN Scanner

মসজিদের পাশের সামান্য জায়গা অর্থাৎ, গোসলখানা প্রভৃতি অংশ ভাঙ্গার কথা বলেছিল, কিন্তু যখন বুলডোজার নিয়ে আসে তখন মৌলভীদের উস্কানীতে পুরো মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং শহীদ করে দেয়। এই মসজিদটি বেশ পুরোনো এবং দেশবিভাগের পূর্বেই এটি সম্ভবত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মাধ্যমে নির্মিত মসজিদ ছিল। যাহোক, তারা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে। এখন আল্লাহ্ তা'লাই রয়েছেন যিনি তাদেরকে দ্রুত ধৃত করতে পারেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ছুড়ে মারতে পারেন। পাকিস্তানের আহ্মদীদের অনেক বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত।

অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনেও যুদ্ধবিরতির ঘোষণা শোনা যাচ্ছে, আবার কখনো শোনা যাচ্ছে যুদ্ধবিরতি হয়নি বা যুদ্ধবিরতি হলেও তারা আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধবিরতির কথা শুনে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, দাজ্জালী শক্তির কোনো বিশ্বাস নেই। তারা বলে এক আর করে আরেক। তাই তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত। আর মুসলমানদের বিবেকবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন মরহুম মুকাররম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব (সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার নায়েব দিওয়ান), মুকাররম মুহাম্মদ মুনীর ইদেলবি সাহেব এবং রাবওয়ার ওয়াক্ফে জাদীদ সেকশনের কম্পিউটার ইনচার্জ আব্দুল বারী তারেক সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

17 January 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....................P.O........................

Distt........................Pin.........W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat